Skilling teachers, trainers and youth for a transformative future

পরিবর্তনশীল আগামীর জন্য দক্ষতা

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩

WYSD
WORLD YOUTH SKILLS DAY

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY BANGLADESH

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.nsda.gov.bd

৩১ আষাঢ় ১৪৩০ / ১৫ জুলাই ২০২৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩১ আষাঢ় ১৪৩০
১৫ জুলাই ২০২৩

বাণী

জাতিসংঘের আহ্বানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই ।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমৃদ্ধ সোনার বাংলা নির্মাণে তিনি যুবদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার পথ ধরে বিশ্ব আজ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল পেতে ই-কমার্স, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। এ প্রেক্ষিতে যুবদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা গ্রহণের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ, আধুনিক কারিকুলাম প্রণয়ন, সনদায়ন এবং বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে যুবদের অবহিতকরণ, শ্রমবাজারের চাহিদা ও পরিবর্তনের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিদ্যমান সামাজিক নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

আমি বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা ।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশে উন্নীত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির পরিবর্তনের কল্যাণে পেশার পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনবল তৈরি ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মকৃতি নির্দেশক, অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য এবং খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ, শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে অধিকসংখ্যক দক্ষ কর্মী তৈরির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনএসডিএ কাজ করছে।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে শিল্পে অটোমেশনের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। পাশাপাশি, জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও দরকার। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদা পূরণ, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মপোযোগী করা, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অধিক সংখ্যক দক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এনএসডিএ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও এনএসডিএ কর্তৃক বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'Skilling teachers, trainers and youth for a transformative future'। আমি মনে করি বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত স্কিলস ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনএসডিএ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে। দক্ষতা-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে যুবদের অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ, দক্ষতা বিষয়ে সামাজিক নেতিবাচক ধারণা দূরিকরণ এবং পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত বিষয়ে অংশীজনসমূহের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধিতে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপন বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আমি বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২৩-এর সাফল্য কামনা করি ।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে কাজ করছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার অর্ধশতকের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন অদম্য এক সাহসের গল্প। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

অপরদিকে, প্রায় ১৭ কোটির বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা ভোগ করছে। ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সি কর্মক্ষম জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি থাকলে দেশ ডেমোগ্রাফিক বোনাসকালে অবস্থান করে। এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। ইউএনডিপি-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে এ দেশের কর্মক্ষম জনশক্তি ১০ কোটি ৫৬ লাখ যা মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ যা ২০৩০ সালে ১২ কোটি ৯৮ লাখে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ১৩ কোটি ৬০ লাখে উন্নীত হবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পেশায় দক্ষ করা গেলে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের অন্যতম হচ্ছে শিক্ষার পাশাপাশি যুবদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রতিষ্ঠা

দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এনএসডিএ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যাত্রা শুরু করে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ম্যান্ডেট অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ভিশন নিয়ে গঠিত এনএসডিএ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে:

১.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

১.২ সরকারি এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠক্রম প্রণয়ন এবং তাদের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

১.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা;

১.৪ দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন, প্রশিক্ষণ মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা;

১.৫ শিল্প দক্ষতা পরিষদ বা আইএসসি গঠন করে শিল্প সংযুক্তিকরণ শক্তিশালী করা;

১.৬ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন এবং প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন করা;

১.৭ দক্ষতা কার্যক্রমের প্রচার প্রসারের মাধ্যমে যুবসমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা; এবং

১.৮ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বীয় বিবেচনায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২. অদ্যাবধি এনএসডিএ গৃহীত কার্যক্রম

নবগঠিত এনএসডিএ কর্তৃক কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে অর্পিত কার্যাদি সম্পন্নের লক্ষ্যে ১৩টি গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে:

২.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২: ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ প্রণীত হয়েছে যা ২০২২-২০২৭ মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২-এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) চাহিদাভিত্তিক, নমনীয় এবং সংবেদনশীল দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(খ) যোগ্যতা কাঠামো তৈরির মাধ্যমে পেশার আদর্শমান নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করা;

(গ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য গ্রহণযোগ্য, একক ও অভিন্ন জাতীয় সনদায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা;

(ঘ) দক্ষতা প্রশিক্ষণে যুবসমাজের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রশিক্ষণসমূহের সমন্বয় সাধন করা;

(ঙ) চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্প ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ (Industry Linkage) শক্তিশালী করা এবং পারস্পরিক স্বীকৃতি (Mutual Recognition)-এর ব্যবস্থা করা; এবং

(চ) একটি সুষ্ঠু ও কার্যকর দক্ষতা প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা।

২.২ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) ২০২২-২৭: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং রূপকল্প ২০৪১ বিবেচনায় নিয়ে ২০২২-২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ফ্রেশ-স্কিলিং, রি-স্কিলিং, আপ-স্কিলিং, শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ, আরপিএল ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ৮৬ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন পেশায়/অকুপেশনে প্রশিক্ষিত ও সনদায়িত হবে। Competency Based Training & Assessment (CBT&A) পদ্ধতিতে প্রায় ৩০,০০০ প্রশিক্ষক তৈরি হবে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৩ ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (NSP): খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (NSP) তৈরি করা হয়েছে যাতে কর্মসংস্থানের চাহিদা ও যোগানের রিয়েল টাইম ডাটা, অনলাইন নিবন্ধন, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি, প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের তথ্যসহ গ্রাজুয়েট ট্র্যাকিং, শিক্ষানবিশ ও আইএসসি সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.৪ জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর সাথে দক্ষতা সেক্টরের সমন্বয়: প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF)-তে দক্ষতা সেক্টরকে এক থেকে ছয় স্তরে নিম্নরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

২.৫ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন কার্যক্রম: এনএসডিএ-এর অন্যতম কাজ দক্ষতা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এসটিপি) নিবন্ধন এবং প্রশিক্ষণান্তে অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা। এনএসডিএ-এর আওতায় ইতোমধ্যে ৪৩৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাহিতমতে কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান এবং ২০৭টি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। CBT&A ও CBA উভয় পদ্ধতিতে অ্যাসেসর ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ অ্যাসেসমেন্ট গ্রহণ চলমান আছে। এ পর্যন্ত পেশাভিত্তিক ৬৫০ জন অ্যাসেসর এবং ২৩২ জন ট্রেইনার এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত হয়েছেন। নিয়মিতভাবে অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং কম্পিটেন্ট প্রশিক্ষণার্থীগণ সনদ লাভ করছেন। উল্লেখ্য, অব্যাহতভাবে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৬ জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF): এনএসডিএ-এর সুপারিশক্রমে বারো ক্যাটাগরিতে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) হতে অর্থায়ন করা হবে। প্রাথমিকভাবে এসটিপির অর্থায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকার দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনের নিরিখে অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করছে।

২.৭ গবেষণা পরিচালনা: চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং অন্যান্য সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গবেষণা, জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা নিরূপণ, স্কিলস গ্যাপ নির্ধারণ এবং দক্ষতা চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৮ দক্ষতার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি: সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা জরুরি। জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণের জন্য ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক সেমিনার ও টক শো আয়োজন এবং টিভিসি নির্মাণ করে প্রচারের মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২.৯ পারস্পরিক স্বীকৃতি (Mutual Recognition): এনএসডিএ-এর দক্ষতা সনদ বহির্বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের সনদপ্রাপ্তদের স্বীকৃতি ও রেমিটেন্স আহরণে আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীর সাথে প্রাথমিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। ইউরোপের পাঁচটি দেশের সাথে এমআরএ সম্পন্ন করার জন্য পরিচালিত একটি গবেষণার সুপারিশ থেকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার দক্ষতা প্রশিক্ষণ বিষয়ক দপ্তরের সাথে বৈঠকের ধারাবাহিকতায় সেখানে জাতীয় দক্ষতা সনদ গ্রহণযোগ্য করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

২.১০ শিল্প দক্ষতা পরিষদ: এনএসডি-এর সাথে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগস্থাপন, শ্রমবাজারের ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা নিরূপণ, চাহিদার সাথে সরবরাহ ও সমন্বয় সাধন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিয়োজিত কর্মীদের আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং কার্যক্রমে এনএসডিএ-কে সহায়তা প্রদানের জন্য এ পর্যন্ত ১৪টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council) বা আইএসসি গঠিত হয়েছে।

৩. পরিবর্তনশীল আগামীর জন্য দক্ষতা

প্রতিবছর ১৫ জুলাই সারা বিশ্বে জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। ইউনিসেফ-ইউনিভোক কর্তৃক এ বছর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Skilling teachers, trainers and youth for a transformative future' যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'পরিবর্তনশীল আগামীর জন্য দক্ষতা'। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে উৎপাদন ব্যয় কমাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার প্রক্রিয়ায় শ্রমশক্তির জন্য সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। আশা করা যায়, এনএসডিএ অংশীজনদের সহযোগিতায় দেশে-বিদেশের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ কর্মী তৈরিতে সক্ষম হবে। দেশের বেকার তরুণ দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করবে।

কামরুন নাহার সিদ্দীকা
সদস্য (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ আষাঢ় ১৪৩০
১৫ জুলাই ২০২৩

বাণী

জাতিসংঘের আহ্বানে প্রতিবছর ১৫ জুলাই 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস' পালিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মহীন যুব সমাজকে জনশক্তিতে রূপান্তর ও তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এ দিবসের চেতনা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুবদের বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ অর্জন এবং তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার পথ নির্দেশকসমূহ হচ্ছে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

প্রযুক্তির ক্রমাগত বিবর্তনের নিরিখে দক্ষতার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণ, অভিন্ন সনদায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন ইত্যাদি বিষয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলোকে সামনে রেখে সরকারি-বেসরকারি সকল অংশীজনের সহযোগিতা নিয়ে সময়োপযোগী একটি দক্ষতা উন্নয়ন ইকোসিস্টেম তৈরি ও বাস্তবায়ন করার অন্যতম লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের দক্ষ করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদাপূরণ, প্রযুক্তির পরিবর্তনে কর্ম-সংকোচনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মোপযোগী করা, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকসংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যুগোপযোগী দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমেই আমাদের যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তাই দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে তাদের সচেতন করা, আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা ও কর্মসংস্থানের পথ নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে পেশা ও শ্রমের সম্পর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে নতুন পেশার উদ্ভব হয় এবং পুরনো অনেক পেশা অবলুপ্ত হয়। নতুন নতুন পেশায় যুবদের সম্পৃক্তকরণ ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। যুবসমাজকে উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে দেশে ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করে যাচ্ছে। 'Skilling teachers, trainers and youth for a transformative future' এই প্রতিপাদ্যে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২৩ পালিত হচ্ছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশে এনএসডিএ কর্তৃক বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ হলো যুব। এই জনগোষ্ঠীই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে অনন্য অবদান রাখতে পারে। ফলে, দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিরাজিত সামাজিক নেতিবাচকতা দূরীকরণে এবং দক্ষতার ব্যাপক প্রচারে এ দিবস উদ্‌যাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে পরিচালিত সকল দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সমন্বয়, সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন, সকল দক্ষতা প্রদানকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এসটিপি) নিবন্ধন, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন করা এবং দক্ষতার প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে তরুণ জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য।

দারিদ্র্যমোচন করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরি করতে হলে বেকারত্ব হ্রাস ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন, মানসম্পন্ন অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন করে বিদ্যমান যুবসমাজকে যুগোপযোগী ও আধুনিক পেশায় দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করা। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃক বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপনের সকল উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। দিবসটি পালনে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নাসরীন আফরোজ